গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১১.১৪-১৪০ তারিখ : ১৬-০৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।

সূত্র : (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০, তারিখ: ১৩/০৩/২০১৪ খ্রি.।
(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং - ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২, তারিখ: ১১/০৫/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রোস্থ ১ নং স্মারকের অনুচ্ছেদ ৫ নং নির্দেশনায় বর্ণিত আছে, ''সকল মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও শিক্ষাবোর্ডের অধিভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করতে পারবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি ভংগের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

এছাড়া সূত্রোস্থ ২ নং স্মারকের অনুচ্ছেদ ৩ (খ) (ii) নং নির্দেশনায় বর্ণিত আছে, ''সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

এমতাবস্থায়, বর্ণিত স্মারকসমূহের নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

13.05.26

(প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল)
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১১.১৪-১৪০/১৬ তারিখ : ১৬ - ০৫-২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
০২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় / কলেজকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৩. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৪. মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল) (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৭. সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
০৮. রেজিস্ট্রার, সাধারণ / মেডিকেল / প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি/বেসরকারি....সকল)
০৯. অধ্যক্ষ, সরকারি / বেসরকারি কলেজ (সকল)
১০. অধ্যক্ষ, মেডিকেল / ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সরকারি / বেসরকারি .....সকল)
১১. উপপরিচালক (কলেজ/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা ["বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান।]"-শিরোনামে পত্রটি মাউশির ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে এবং স্ক্রলে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৩. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল জেলা), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১৪. প্রধান শিক্ষক (সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক / মাধ্যমিক / সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
১৫. উপজেলা / থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), (আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
১৬. সংরক্ষণ নথি।

13.05.26

(কামরুন নাহার)
সহকারি পরিচালক (একিউএইউ)
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিটশাখা-১০
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০

তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ

নীতিমালা

বিষয় : জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১১ সংশোধিত ২০১৪

২০১০ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষা চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপ-পরিচালকগণের তত্ত্বাবধানে ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার অতিরিক্ত পৃথকভাবে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৮ম শ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সমরূপ কোন বৃত্তির প্রচলন ছিল না। এক্ষণে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এবং পরীক্ষার ফলাফল নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষে নিম্নবর্ণিত বৃত্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল:

১. জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৃত্তির সংখ্যা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড হতে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা হবে।

২. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অনুপাতে উপজেলা/থানাওয়ারী বন্টন হবে। এ বৃত্তির টাকা কেবলমাত্র ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা প্রাপ্য হবেন।

৩. সকল বৃত্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ
ক. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।
খ. একাধিক শিক্ষার্থী একই গ্রেড পেলে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
গ. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
ঘ. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

৪. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে থানা/উপজেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৩ এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

৫. সকল মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও শিক্ষাবোর্ডের অধিভুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করতে পারবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন (টিউশন ফি) আদায় করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি ভংগের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সরকার নির্ধারিত বিল ফরমে বৃত্তি খাতের কোড নম্বর উল্লেখপূর্বক বিল প্রস্তুত করে উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে বিল জমা দিয়ে চেক সংগ্রহ করবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তির অর্থ নগদ

প্রদানের পরিবর্তে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে হিসাব (Accou[illegible]
উক্ত হিসাব (Account)-এর মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী দুই বছর বৃত্তির বার্ষিক এককালীন অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

৮. সকল বৃত্তিই কেবল নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধানুসারে এবং নীতিমা[illegible] অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

৯. পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনকারী বৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছাত্র/ছাত্রীর বৃত্তি [illegible] মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এলাকা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নির্দিষ্ট 'বৃত্তির সংখ্যা' হতে বণ্টন করতে হবে।

১০. মেধা কোটায় বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের অনুপাত যাই হোক না কেন মেধা ও সাধারণ উভয় কোটা মিলিয়ে সার্বিকভাবে ছাত্র/ছাত্রীরা সমানুপাতিক হারে (৫০:৫০) বৃত্তি পাবে।

১১. বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান অবশ্যই উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে অবগতির জন্য মহাপরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারকে অনুলিপি প্রদান করবেন।

১২. বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী এক প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান প্রধান সে তথ্য উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে বৃত্তি বদলীর আদেশ সংগ্রহ করবেন এবং মহাপরিচালক ও আঞ্চলিক উপ-পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করবেন।

১৩. কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বৃত্তি পেয়ে যদি পরবর্তীকালে সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে তবে সে দুটি বৃত্তি ভোগ করতে পারবে।

১৪. জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বাৎসরিক)	বৃত্তির হার (মাসিক)	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC)	মেধা	৯৮০০	৩০০.০০	৩৭৫.০০	২ বছর
	সাধারণ	২১০০০	২০০.০০	২২৫.০০	

জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বাৎসরিক)	বৃত্তির হার (মাসিক)	বার্ষিক (এককালীন)	বৃত্তির মেয়াদ
জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC)	মেধা	২০০০	৩০০.০০	৩৭৫.০০	২ বছর
	সাধারণ	৪০০০	২০০.০০	২২৫.০০	

উল্লিখিত বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ সরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫. বৃত্তি প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা (স্মারক নং শিম/শাঃ ৩/১জি-০১/২০০৫/৪৫৭ তারিখঃ ১৮.০৯.২০০৮) এর ৮ম শ্রেণী শেষে জুনিয়র বৃত্তির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রদত্ত জুনিয়র মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তির অংশটুকুর পরিবর্তনক্রমে নীতিমালা জারী করা হ'ল। উক্ত নীতিমালার অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
১২/০৩/২০১৪
(ড. মোহাম্মদ সাদিক)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-২৩০(১৫০)

তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
২৯ ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/কলেজ/মাধ্যমিক/বিশ্ববিদ্যালয়/মাদ্রাসা ও কারিগরী) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৩. যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপরিচালক, লেখ সামগ্রী ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী/কুমিল্লা/সিলেট,বরিশাল/দিনাজপুর ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বৃত্তির তালিকা আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করার জন্য)
৬. মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. জেলা প্রশাসক (সকল) ....
৮. পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, ঢাকা।
৯. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা
১০. শিক্ষা সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল (তাঁর অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিত করার জন্য)
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
১৪. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....

(সহিদুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ফোন: ৯৫৭৬৭৮০/৯৫৪০৩০২

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) এর দপ্তর
প্রাপ্তি নং-
তারিখ-
উপ পরিচালক (সাঃ প্রঃ)
উপ পরিচালক (কলেজ-১)
উপ পরিচালক (কলেজ-২)
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
মহাপরিচালকের দপ্তর
প্রাপ্তি নং
তারিখঃ
☐ পরিচালক
☐ প্রকল্প পরিচালক
☐ উপ-পরিচালক
☐ সহকারী পরিচালক
তারিখের মধ্যে
নথিতে দিবেন/আলাপ করুন।
মহাপরিচালক

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২

তারিখঃ ২৮ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নীতিমালা

বিষয় : মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১৪।

14 MAY 2015

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তির কার্যক্রম অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বৃত্তির নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১. নীতিমালার শিরোনাম ঃ

এ নীতিমালা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা ২০১৪ নামে অভিহিত হবে।

২. বৃত্তির প্রকারভেদঃ

এ নীতিমালার আওতায় ০২(দুই) প্রকার বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১. মেধা বৃত্তি ২. সাধারণ বৃত্তি।

৩. বৃত্তিপ্রাপ্তির সাধারণ শর্তাবলীঃ

ক. বৃত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মেধাবৃত্তি ও সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ii. বৃত্তিধারী শিক্ষার্থীদের সদাচরণ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সন্তোষজনক পাঠোন্নতি সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদান করতে হবে।
iii. কোন শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হলে বৃত্তির পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
iv. অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকাল পাঠ বিরতি (ব্রেক অব স্টাডি) হিসেবে গণ্য হবে এবং বৃত্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না।
v. সকল বৃত্তিই কেবল নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধানুসারে এবং নীতিমালার অন্যান্য শর্ত মোতাবেক প্রদান করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
মহাপরিচালকের দপ্তর
নথিতে দিবেন/আলাপ করুন।
সহকারী পরিচালক (সাঃপ্রঃ)

14 MAY 2015

খ. বৃত্তির অর্থ উত্তোলন ও বন্টনঃ

i. সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বৃত্তির টাকা স্থানীয় সরকারি কোষাগার হতে উত্তোলন পূর্বক বন্টন করবেন এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ নির্ধারিত বিল ফরমে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক স্থানীয় সরকারি কোষাগার হতে বৃত্তির টাকা উত্তোলন পূর্বক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করবেন।
ii. সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করবে। সরকারি অনুমোদিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করবে না। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন দাবী করলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
iii. কোন কারণে অর্থবছরের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ০১ অর্থ বছরের তামাদি (বকেয়া) বৃত্তি প্রদান করা যাবে।
iv. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃত্তির অর্থ উত্তোলনপূর্বক বৃত্তিধারীদের মধ্যে বিতরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

৪. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তির যোগ্যতা হবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
এসএসসি	মেধা	২০০০	৪০০	৬০০	২ বছর
	সাধারণ	১৫০০০	২২৫	৩০০	

গ. বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ

i. [এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩০০০টি মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সাধারণ বৃত্তির ক্ষেত্রে (বৃত্তির সংখ্যা ২২৫০০টি) ৪৮৯টি উপজেলার প্রতি উপজেলায় দু'জন ছাত্র এবং দু'জন ছাত্রী, ৭টি মেট্রোপলিটন এলাকার প্রতিটি থানাতে একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী হিসাবে মোট (১৯৫৬+১৮২)=২১৩৮টি বৃত্তি উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার কোটা অনুসারে প্রাপ্য হবে এবং অবশিষ্ট (২০৩৬২টি) বৃত্তি শিক্ষার্থী অনুপাতে বন্টন করা হবে। সরকার কর্তৃক উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন থানার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উক্ত কোটার সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি/পরিবর্তিত হবে।]*১

ii. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে জেলার সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৪-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

iii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বণ্টিত হবে। জেলা কোটাতে একটি জেলায় যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য জেলা হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iv. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

v. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ মানবিক ঃ ব্যবসায় শিক্ষা = ২ : ১ : ১।

vi. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বোর্ডভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

৫. উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা হবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।
iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।
v. পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একই হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাধ্যতামূলক ২টি বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদ ঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
এইচএসসি	মেধা	৭৫০	৫৫০	১২০০	৩-৫ বছর
	সাধারণ	৬২৫০	২৫০	৫০০	

গ. বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৫-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।
ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বণ্টিত হবে। একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।
iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।
iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ মানবিক ঃ ব্যবসায় শিক্ষা = ২ : ১ : ১।
v. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষাবোর্ডসমূহ হতে পরীক্ষায় নিয়মিত উত্তীর্ণ ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বোর্ডভিত্তিক বৃত্তির কোটা বন্টন করবে।
vi. বিলম্বে ভর্তি, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন এবং অসুস্থতার কারণে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর পাঠ বিরতি গ্রহণযোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তি নিয়মিতকরণ বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করবে।

৬. দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তির প্রাপ্তির যোগ্যতা ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

খ. দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
দাখিল	মেধা	৪০০	৪০০/-	৭০০/-	২ বছর
	সাধারণ	৫০০	২০০/-	৪০০/-	

গ. বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাগের সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৬-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বন্টিত হবে। বিভাগীয় কোটাতে একটি বিভাগে যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/সাধারণ) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ সাধারণ = ৩ ঃ ২।

v. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন বিভাগ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বিভাগভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

৭. আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানঃ

ক. বৃত্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বৃত্তির প্রাপ্তির যোগ্যতা ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০। বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবেঃ

i. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) বৃত্তি প্রদান করা হবে।

ii. একাধিক শিক্ষার্থী একই জিপিএ পেলে প্রথমে ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iii. ৪র্থ বিষয় ব্যতীত প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

iv. ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত মোট নম্বর একই হলে পর্যায়ক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

v. পর্যায়ক্রমে বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একই হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাধ্যতামূলক ২টি বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে।

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

খ. **আলিম পরীক্ষার ফলাফলের উপর বৃত্তির সংখ্যা, হার ও মেয়াদঃ**

পরীক্ষার নাম	বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা (বার্ষিক)	বৃত্তির হার (টাকা)		বৃত্তির মেয়াদ
			মাসিক	বার্ষিক (এককালীন অনুদান)	
আলিম	মেধা	১০০	৫০০/-	১,২০০/-	৩-৫ (৪ বছর)
	সাধারণ	৪০০	২২৫/-	৫০০/-	

গ. **বৃত্তি বন্টন পদ্ধতিঃ**

i. উভয় প্রকার (মেধা/সাধারণ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বরধারী (ক্রমিক নং ৭-ক. এর আলোকে) ছাত্র/ছাত্রীদের মেধার ক্রমানুসারে সমান হারে তালিকা প্রকাশিত হবে। বিজোড় সংখ্যা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশেষটি ছাত্র/ছাত্রী বিবেচনা না করে সকল শর্ত পূরণকারীদের মধ্য থেকে অধিক নম্বরধারীকে নির্বাচন করতে হবে।

ii. বৃত্তির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী অনুপাতে মেধা এবং সাধারণ বৃত্তি ৫০% ছাত্র এবং ৫০% ছাত্রী হিসাবে বণ্টিত হবে। বিভাগীয় কোটাতে একটি বিভাগে যোগ্য শিক্ষার্থী না থাকলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক এবং একটি বিভাগে (বিজ্ঞান/সাধারণ) যোগ্য শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অন্য বিভাগ হতে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে। একইভাবে যোগ্য ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে জেন্ডারভিত্তিক যোগ্য শিক্ষার্থীকে সম্পূরক বৃত্তি দেয়া যাবে।

iii. বৃত্তির গেজেটে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এরপরও বৃত্তির তালিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সমস্যা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

iv. বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তি উল্লিখিত অনুপাতে বন্টিত হবে; বিজ্ঞান ঃ সাধারণ = ৩ ঃ ২।

v. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন বিভাগ হতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিয়মিত ও জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আনুপাতিক হারে বৃত্তির বিভাগ ভিত্তিক কোটা বন্টন করবে।

vi. বিলম্বে ভর্তি, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, বিষয় পরিবর্তন এবং অসুস্থতার কারণে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর পাঠ বিরতি গ্রহণযোগ্য। তবে সে ক্ষেত্রে বৃত্তি নিয়মিতকরণ বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিতকরণ করবে।

৮. এ নীতিমালার আওতায় বৃত্তি সংক্রান্ত শর্তাবলী সরকারের অনুমোদনক্রমে সময় সময় আরোপিত হতে পারে। সরকার যে কোন সময় এ নীতিমালায় বর্ণিত বৃত্তির শর্ত, সংখ্যা, হার ও মেয়াদ পরিবর্তন করতে পারবে এবং কোন কারণ দর্শানো ছাড়া বৃত্তি সংশোধন ও বাতিল করতে পারবে।

৯. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এ নীতিমালা জারির পর পূর্বের জারিকৃত নীতিমালা/পরিপত্র/আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/১০.০৫.২০১৫
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০১.০৫-৪০২(১৬৫) তারিখঃ ২৮ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ / ১১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৪। যুগ্ম-সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চট্টগ্রাম/যশোর/রাজশাহী/কুমিল্লা/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বৃত্তির তালিকা আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবহিত করার জন্য)
৭। জেলা প্রশাসক (সকল) ....
৮। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি গেজেট আকারে ৫০০ কপি ছাপানোর অনুরোধসহ)।
৯। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা
১০। পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/খুলনা/চট্রগ্রাম/বরিশাল/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর অঞ্চল (তাঁর অঞ্চলের সকল জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অবহিত করার জন্য)
১৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৫। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....

(মোঃ এনামুল কাদের খান)
যুগ্মসচিব

* ১। গত ২৩.০২.২০১৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৃত্তি (মেধা ও সাধারণ বৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি) সংখ্যা/কোটা ও টাকার পরিমান পুনঃনির্ধারণ বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশোধিত।